নামাজ

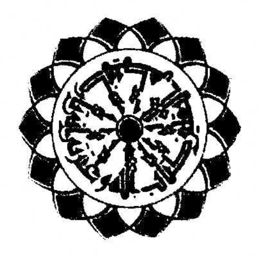
ছোটদের জন্য সচিত্র সহজ নামাজ শিক্ষা

বিশ্ব আহলে বায়েত (আঃ) সংস্থার সাংস্কৃতিক বিভাগ হতে সংগৃহীত মুল আরবী বইয়ের (আসস্বালাতু মি'রাজুল মু'মিন) বাংলা অনুবাদ।



بسم الله الرحمن الرحيم

নামাজ



ছোটদের জন্য সচিত্র সহজ নামাজ শিক্ষা

বিশ্ব আহলে বায়েত (আঃ) সংস্থার সাংস্কৃতিক বিভাগ হতে সংগৃহীত মুল আরবী বইয়ের (আসসালাতু মি'রাজুল মুমিন) বাংলা অনুবাদ।

আসসালাতু মি'রাজুল মুমিন

বিশ্ব আহলে বায়েত (আঃ) সংস্থার সাংস্কৃতিক বিভাগ কতৃক সংকলিত।

অনুবাদকঃ মোঃ আলী নওয়াজ খান

সম্পাদনাঃ আবুল কাসিম (আরিফ)

প্রথম প্রকাশ

কার্তিক ১৪০৬-অক্টোবর ১৯৯৯-রজব ১৪২০।

প্রকাশক

বিশ্ব আহলে বায়েত (আঃ) সংস্থার প্রকাশনী ও বিতরন কেন্দ্র।

পোষ্ট বক্স:১৪১৫৫–৭৩৬৮ তেহরান ইরান।

ফোন-৮৯০৭২৮৯ ফ্যাক্স-৮৮৯৩০৬১

মূদ্রণঃমহ্

রুহুল্লাহ্ কম্পিউটার কম্পোজ পবিত্র কোম নগরী ইরান।

ISBN: 964-5688-60-4

ASSALATU MIARAZUL MUMIN TRANSLATED BY MD. ALI NOWAZ KHAN FROM THE ARABIC BOOK COMPILED BY THE AHLULBAIT (AS) WORLD ASSEMBLY

ধর্মের মুল ভিত্তি সমূহ

(১) তাওহীদ
(২) আদল্
(৩) নবুয়্যাত
(৪) ইমামত
(৫) কিয়ামত

ধর্মের গৌন ভিত্তি সমূহ

নামাজ, রোজা, যাকাত, খুমস, হজ্জ, জিহাদ, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ,নবী ও তাঁর আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা এবং তাদের শত্রুদের সাথে সম্পর্ক ছেদ করা।

নামাজ

إِنَّنِي أَنَا اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

আমিই আল্লাহ্,আমা ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরনার্থে নামাজ প্রতিষ্ঠা কর। (সুরা তাহা-১৪)

لَيْسَ مِنِّي مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ

পবিত্র হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ- যে নামাজকে হালকা ভাবে নেয় সে আমাদের মধ্য হতে নয়। (বিহারুল আনওয়ার ৭৯তম খণ্ড ১৩৬পৃষ্ঠা)

إِنَّ شَفَاعَتَنَا لَا تَنَالُ مُسْتَخِفًّا بِالصَّلَاةِ

আহলে বাইত (আঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ-- নিশ্চয় যারা নামাজকে হালকা ভাবে নেয় তারা আমাদের সুপারিশ (শাফায়াত) প্রাপ্ত হবে না। (বিহারুল আনওয়ার-৪৭তম খণ্ড ২পৃষ্ঠা)

নামাজের প্রাথমিক প্রস্তুতি

(১) পবিত্রতা
(২) নামাজের পোশাক
(৩) নামাজের স্থান
(৪) নামাজের সময় সমুহ
(৫) কিবলা নির্ধারন

পবিত্রতা

(১) ওযু
(২) তায়াম্মুম

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

আল্লাহ্ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান,যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর (সুরা মায়িদা-৬)।

সঠিক ওযুর শর্তাবলী

(১) ওযুর পানি পবিত্র হতে হবে।

(২) ওযুর পানি অমিশ্রিত হতে হবে।

(৩) ওযুর পানি বৈধ হতে হবে।

(৪) ওযুর পানির পাত্র বৈধ হতে হবে।

(৫) ওযুর পানির পাত্র সোনা বা রুপার হলে চলবে না।

(৬) ওযুর অঙ্গ সমুহ পবিত্র থাকতে হবে।

(৭) ওযু করে নামাজ পড়ার মত সময় থাকতে হবে।

(৮) ওযুর কাজ গুলো ধারাবাহিক ভাবে সম্পূর্ন করতে হবে।

(৯) ওযুর অঙ্গ গুলোতে যেন পানি রোধক কোন কিছু লেগে না থাকে।

(১০) নিজেকেই সরাসরি ওযু করতে হবে,যেন অন্যে ওযু না করিয়ে দেয়।

(১১) পানি ওযু কারীর জন্যে যেন ক্ষতিকর না হয়।

(১২) ওযুর কাজগুলো পরম্পরায় সম্পন্ন করতে হবে। অর্থাৎ- ওযুর মাঝে অধিক বিরতি দিলে চলবে না (এক অঙ্গ শুকানোর আগেই অন্য অঙ্গ ধুতে হবে)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

হে মু'মিনগন! যখন তোমরা নামাজের জন্যে প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নেবে,মাসেহ্ করবে তোমাদের মাথা এবং পা (পায়ের পাতার উপারিভাগের উঁচু অংশ পর্যন্ত)। (সুরা মায়িদা-৬)




এক ও দুইনম্বর চিত্র

কিভাবে ওযু করব ?

প্রথমে আমরা মনে মনে নিয়াতের মাধ্যমেই এভাবে শুরু করব যে,আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্যে ওযু করছি কুরবাতান ইলাল্লাহ্। এরপর নিম্ন লিখিত কাজ গুলো আঞ্জাম দিব---

১ম-আমাদের মুখমণ্ডলকে কপালের উপর চুলের গোড়া থেকে থুতনী পর্যন্ত ডান হাত দিয়ে ধুয়ে নিব। যেভাবে এক ও দুই নম্বর চিত্রে উপর থেকে নিচের দিকে ধুতে দেখা যাচ্ছে।

মুখমণ্ডল ধোয়ার সময় এই দোয়াটি পড়া মুস্তাহাব।

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِيَ يَوْمَ تَسْوَدُّ فِيهِ الْوُجُوهُ وَلَا تُسَوِّدْ وَجْهِيَ يَوْمَ تَبْيَضُّ فِيهِ الْوُجُوهُ

আল্লাহুম্মা বাইয়েদ ওয়াজহী ইয়াউমা তাসওয়াদ্দ ফিহিল উজুহু ওয়া লা তুসাওয়েদ ওয়াজহী ইয়াউমা তাবইয়াদ্দু ফিহিল উজুহু।

হে আল্লাহ্ সেদিন আমার মুখমণ্ডলকে তুমি উজ্জল কর যেদিন মুখমণ্ডলসমূহ কালিমাময় হয়ে যাবে এবং আমার মুখমণ্ডকে তুমি কালিমাময় করো না যেদিন সবার মুখমণ্ডল উজ্জল হবে।



তিননম্বর চিত্র



চারনম্বর চিত্র

২য়-এবার আমাদের ডান হাতকে কনুই থেকে আঙ্গুল সমূহের অগ্রভাগ পর্যন্ত ধুতে হবে। উপরের তিন ও চার নম্বর চিত্রে যেভাবে দেখা যাচ্ছে।

ডান হাত ধোয়ার সময় এই দোয়াটি পড়া মুস্তাহাব।

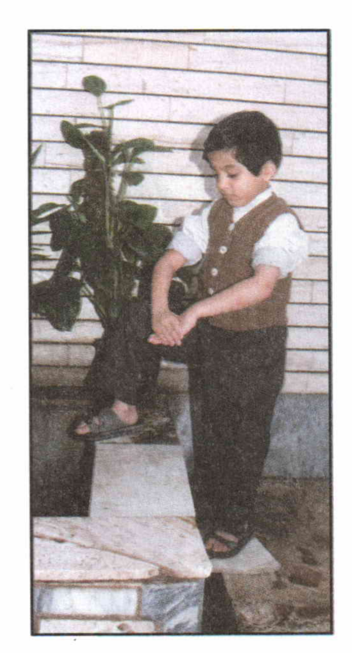
اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَالْخُلْدَ فِي الْجِنَانِ بِيَسَارِي وَحَاسِبْنِي حِسَاباً يَسِيراً

আল্লাহুম্মা আত্বিনী কিতাবী বি ইয়ামিনি ওয়াল খুলদা ফিল যিনানি বি-ইয়াছরি ওয়া হাসিবনী হিসাবান ইয়াছিরা।

হে আল্লাহ আমার আমলনামাকে আমার ডান হাতে দাও ও জান্নাতে প্রবেশ আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার (কৃতকর্মের) হিসাবকে সহজ করে নাও।



পাঁচনম্বর চিত্র



ছয়নম্বর চিত্র

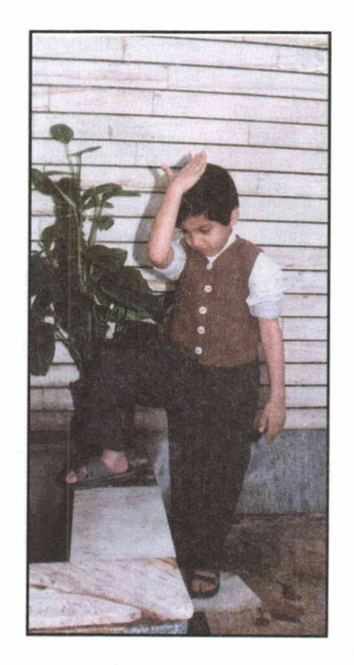
৩য়- ঠিক একই ভাবে আমাদের বাম হাতকে কনুই থেকে আঙ্গুল সমুহের অগ্রভাগপর্যন্ত ধুতে হবে । উপরের পাঁচ ও ছয় নম্বর চিত্রে যেভাবে দেখা যাচ্ছে।

বাম হাত ধোয়ার সময় এই দোয়াটি পড়া মুস্তাহাব।

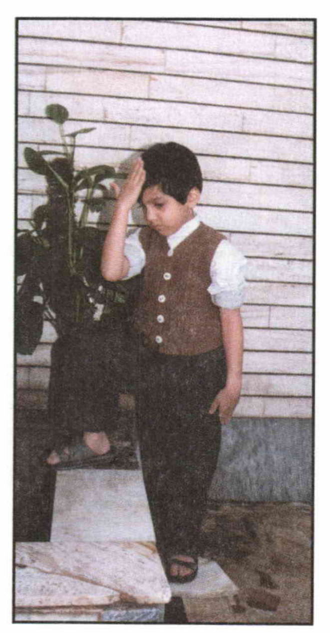
اَللّٰهُمَّ لَاتُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْلُولَةً اِلَى عُنُقِي

আল্লাহুম্মা লা তুত্বিনী কিতাবী বি-শিমালী ওয়া লা তাজআলহা মাগলুলাতান ইলা উনুক্বী।

হে আল্লাহ আমার আমলনামাকে বাম হস্তে দিওনা এবং হস্তদ্বয়কে গ্রীবাদেশে বেঁধে দিওনা (অপদস্ত করনা)।



সাতনম্বর চিত্র



আটনম্বর চিত্র

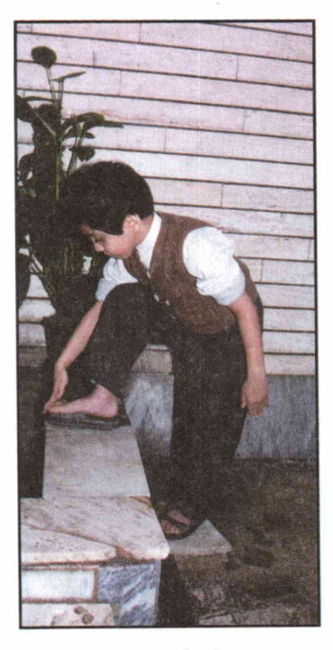
৪র্থ- উপরের কাজগুলো সম্পন্ন হওয়ার পর হাতে লেগে থাকা অবশিষ্ট পানি দিয়ে মাথার অগ্রভাগ ডান হাত দ্বারা মাসেহ্ করতে হবে। বাইরের পানি দিয়ে মাসেহ্ করা যাবে না । যেভাবে সাত ও আট নম্বর চিত্রে দেখা যাচ্ছে।

মাথা মাসেহ্ করার সময় এই দোয়াটি পড়া মুস্তাহাব।

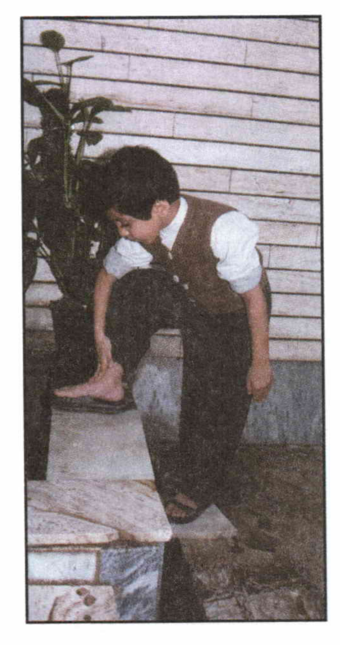
اَللَّهُمَّ غَشِّنِي بِرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَعَفْوِكَ

আল্লাহুম্মা গাশ্‌শিনী বিরাহমাতিক ওয়া বারাকাতিক ওয়াআফ্ইকা।

হে আল্লাহ্ আমাকে তোমার করুণা প্রাচুর্য ও ক্ষমার অর্ন্তভুক্ত কর।



নয়নম্বর চিত্র



দশনম্বর চিত্র

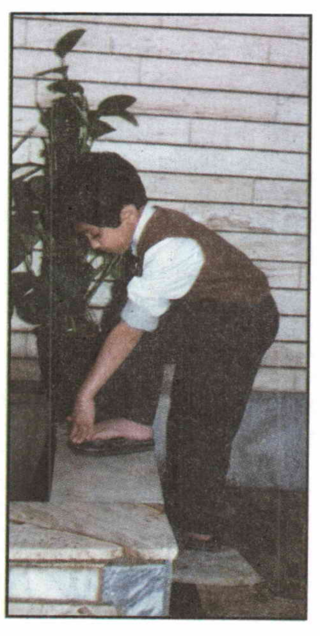
৫ম- ডান পায়ের উপরের অংশের আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে উচুঁ স্থান পর্যন্ত ডান হাতের তালু দিয়ে মাসেহ্ করতে হবে। যেভাবে নয় ও দশ নম্বর চিত্রে দেখা যাচ্ছে।

পা মাসেহ্ করার সময় এই দোয়াটি পড়া মুস্তাহাব।

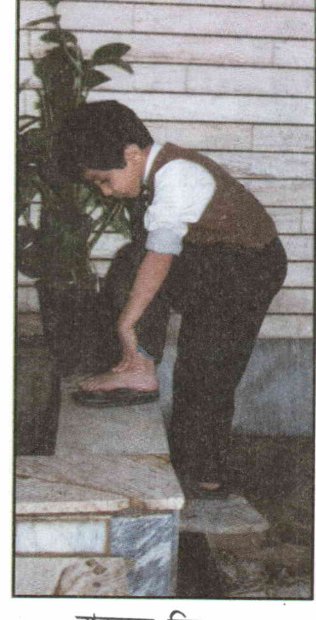
اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْنِي عَلَى الصِّرَاطِ يَومَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ وَاجْعَلْ سَعْيِي فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي

আল্লাহুম্মা ছাব্বেতনী আলাস সিরাতে ইয়াউমা তাজিল্লু ফিহিল আকদাম ওয়াজআল সাআয়ী ফিমা ইয়াদিকা আন্নী।

হে আল্লাহ্ সেদিন আমাকে সঠিক পথের উপর সুদৃঢ় রাখ যেদিন পদসমূহ হবে প্রকম্পিত এবং আমার প্রচেষ্টা সমূহকে তোমার সন্তুষ্টির পথে প্রচালিত কর।



এগারনম্বর চিত্র



বারনম্বর চিত্র

৬ষ্ট- বাম পায়ের উপরের অংশের আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে উচুঁ স্থান পর্যন্ত হাতে ও মুখমণ্ডলে লেগে থাকা ওযুর অবশিষ্ট পানি নিয়ে বাম হাত দিয়ে মাসেহ্ করতে হবে। যেভাবে এগারো ও বার নম্বর চিত্রে ওযু করা হচ্ছে (হাতের তালু শুকিয়ে গেলে হাত ও মুখমণ্ডলে লেগে থাকা পানি দিয়ে মাসেহ্ করতে হবে)।

পা মাসেহ্ করার সময় এই দোয়াটি পড়া মুস্তাহাব

اَللَّهُمَ ثَبِّتْنِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ وَاَجْعَلْ سَعْيِي فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي

আল্লাহুম্মা ছাব্বেতনী আলাস সিরাতে ইয়াউমা তাজিল্লু ফিহিল আকদাম ওয়াজআল সাআয়ী ফিমা ইয়াদিকা আন্নী।হে আল্লাহ্ সেদিন আমাকে সঠিক পথের উপর সূদৃঢ় রাখ যেদিন পদসমূহ হবে প্রকম্পিত এবং আমার প্রচেষ্টা সমূহকে তোমার সন্তুষ্টির পথে প্রচালিত কর।

ওযু ভঙ্গের কারণ সমূহ

(১) মূত্র ত্যাগ করা।

(২) মল ত্যাগ করা।

(৩) বায়ু র্নিগত হওয়া।

(৪) ঘুমে অবচেতন হওয়া।

(৫) পাগল হওয়া।

(৬) বেহুশ হওয়া ।

(৭) মাতাল হওয়া।

(৮) বড় ধরনের অপবিত্রতা যা ঘটলে গোসল ওয়াজিব হয়ে পড়ে।

যে সব ক্ষেত্রে ওযু করা ওয়াজিব

(১) জানাযার নামাজ ব্যতীত সকল ওয়াজিব ও মুস্তাহাব নামাজের ক্ষেত্রে।

(২) ভুলে যাওয়া তাশাহুদ ও সিজদার ক্বাযা আদায় করতে।

(৩) হজ্জ ও ওমরাহ্‌র ওয়াজিব তাওয়াফের ক্ষেত্রে।

(৪) পবিত্র গ্রন্থ কুরআনের আয়াত র্স্পশের ক্ষেত্রে।

তায়াম্মুম

... وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

এবং তোমরা যদি অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক বা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আস বা তোমরা স্ত্রীর সাথে সংগত হও এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে। (সুরা মায়িদা-৬)

কখন তায়াম্মুম করব ?

(১) ওযু বা গোসলের জন্যে যথেষ্ট পানি না থাকলে ।
(২) বিপদ অথবা বাধা বিপত্তির কারণে পানি পাওয়া যাবে না নিশ্চিত হলে।
(৩) রোগজনিত কারণে পানি ব্যবহারে ক্ষতির ভয় থাকলে।
(৪) পানি পেতে যদি অনেক অর্থ ব্যয় হয় যাতে তার ক্ষতি হবে।
(৫) যদি পানি পেতে তাকে অপমানিত বা লাঞ্ছিত হতে হয়।
(৬) যদি পানি সংগ্রহ বা ব্যবহার করতে নামাজের সময় হাত ছাড়া হয়।
(৭) পানি যদি কেবল মাত্র দেহ ও পোশাকের নাপাকি দুর করার মত থাকে।
(৯) যদি পানি ব্যবহারে কোন ব্যক্তির অথবা রোগীর জীবন নাশের ভয় থাকে।

جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً

আল্লাহর রাসুল (সঃ) বলেনঃ- (মহান প্রভু) আমাদের জন্যে ভূপৃষ্ঠকে পবিত্র ও সিজদারস্থানে পরিণত করে দিয়েছেন।(আল-ওয়াসাইলুশ্ শীয়া ২য়খণ্ড ৯৬৯পৃষ্ঠা)

কি দিয়ে তায়ম্মুম করব ?

(১) মাটি ও বালু।

(২) পাথর ও প্রস্তর মাটি।

(৩) প্রস্তরকণা ও যে সকল বস্তুকে মাটি বলা যায়।

তায়াম্মুমের শর্তাবলী

(১) যা দ্বারা তায়াম্মুম করা যায় সে বস্তুই হতে হবে।

(২) যা দ্বারা তায়াম্মুম করা হবে তা পবিত্র হতে হবে।

(৩) যা দ্বারা তায়াম্মুম করা হবে তা বৈধ হতে হবে।

(৪) যে স্থানের উপর রেখে তায়াম্মুম করা হবে সে স্থান বৈধ হতে হবে।

(৫) তায়াম্মুমের অঙ্গ সমুহ পবিত্র হতে হবে।

(৬) তায়াম্মুমের অঙ্গ সমুহ আংটি অথবা অন্য বস্তু দ্বারা আবৃত থাকলে চলবে না।

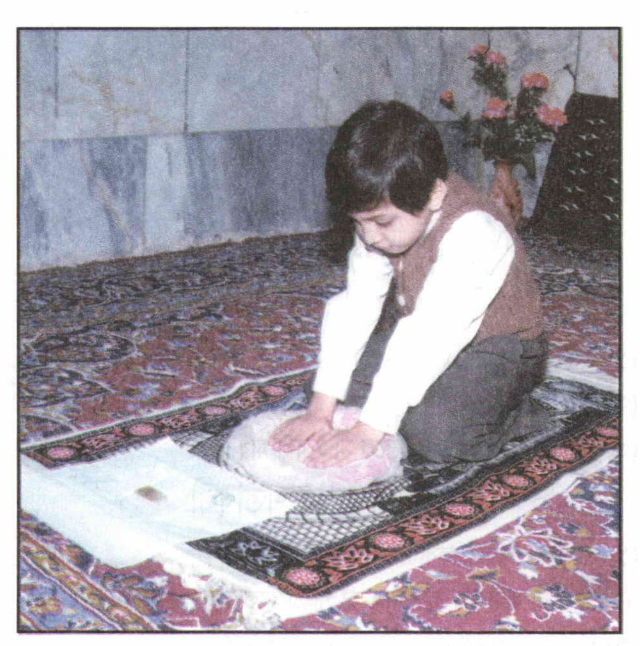
(৭) অঙ্গ সমুহে তায়াম্মুমের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে।

(৮) অঙ্গ সমুহে তায়াম্মুমের মাঝে যেন সময়ের অধিক ব্যবধান না ঘটে।

(৯) সরাসরি নিজেকেই তায়াম্মুম করতে হবে। কেউ করে দিলে চলবে না (যদি সম্ভবপর হয়)

তায়াম্মুম ভংগের কারণ

যে সকল কারণে ওযু ভংগ হয় সেই সকল কারণে তায়াম্মুমও ভংগ হয় এছাড়া তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার শর্ত ভংগ হলেও তায়াম্মুম ভেঙ্গে যায়।



একনম্বর চিত্র

কিভাবে তায়াম্মুম করব?

প্রথমে আমরা মনে মনে নিয়াত করব যে,আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্যে তায়াম্মুম করছি 'কুরবাতান ইলাল্লাহ্'। এভাবে তায়াম্মুম শুরু করার পর নিম্ন লিখিত কাজগুলো করতে হবে।

১মঃ- দুই হাতের তালু একত্রে মাটিতে একবার আঘাত করতে হবে। যেভাবে এক নম্বর চিত্রে দেখা যাচ্ছে।

... فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَاَيْدِيكُمْ مِنْهُ...

অতপর পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং তা দিয়ে তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ্ করবে। (সুরা মায়িদা-৬)





দুইনম্বর চিত্র তিননম্বর চিত্র

২য়ঃ- অতপর দুই হাতের তালু দিয়ে কপালের উপরে চুলের গোড়া থেকে কপালের দুপাশ বেয়ে নাকের দু'পাশ দিয়ে অগ্রভাগ পর্যন্ত মাসেহ্ করতে হবে। দুই ও তিন নম্বর চিত্রে যেভাবে দেখা যাচ্ছে।

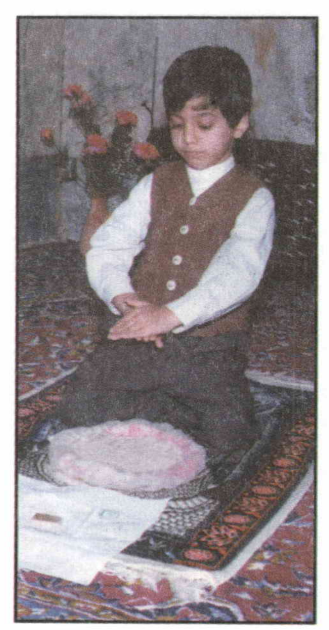
তায়ম্মুমের কিছু বিধি-বিধান

(১) মাটিতে হাত দ্বারা আঘাত করা ওয়াজিব হাত লাগালেই যথেষ্ট হবে না।

(২) ওয়াজিব তায়াম্মুম তার নিদিষ্ট সময়ের পূর্বে ঠিক হবে না।



চারনম্বর চিত্র

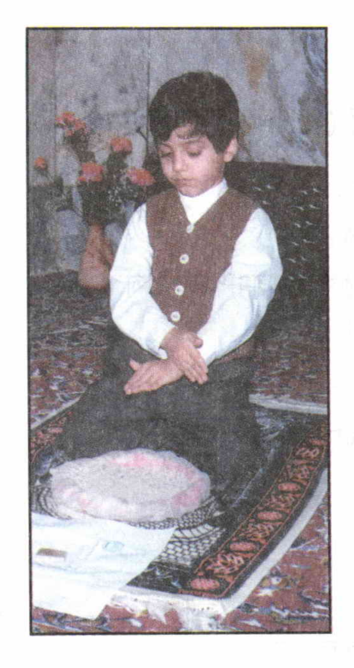


পাঁচনম্বর চিত্র

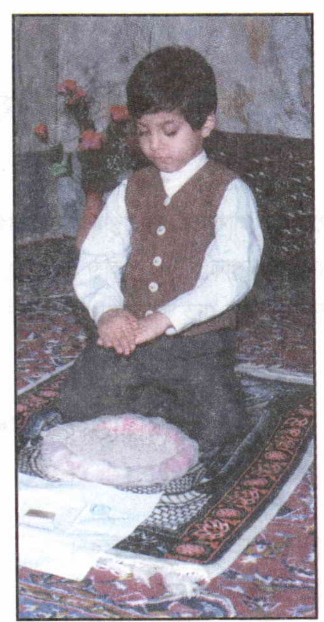
৩য়ঃ- ডান হাতের উপরের অংশ কব্জি থেকে আঙ্গুল সমুহের অগ্রভাগ পর্যন্ত বাম হাতের তালু দিয়ে নিচের দিকে মাসেহ্ করতে হবে। চার ও পাঁচ নম্বর চিত্রে দেখা যাচ্ছে।

তায়াম্মুম সর্ম্পকে কিছু কথা

যদি কোন নামাজের জন্যে তায়াম্মুম করা হয় তবে যে শর্তে তায়াম্মুম করা হয়েছে তা ভংগ না হওয়া পর্যন্ত নষ্ট হবে না, যদিও অন্য নামাজের সময় এসে উপস্থিত হয়। তখন ঐ তায়াম্মুম দিয়ে নামাজ পড়া যাবে। তবে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে যে পরবর্তী সময়টুকুতেও তায়াম্মুমের শর্ত অব্যাহত থাকবে।



ছয় নম্বর চিত্র



সাতনম্বর চিত্র

৪র্থঃ- ডান হাত দিয়ে বাম হাতের উপরের অংশ কব্জি থেকে আঙ্গুল সমূহের চারপাশ দিয়ে নখের অগ্রভাগ পর্যন্ত মাসেহ্ করতে হবে । তবে মাসেহ্ উপর থেকে নিম্নমুখী হওয়া অবশ্যকীয় ,যেভাবে ছয় ও সাত নম্বর চিত্রে দেখা যাচ্ছে।

তায়াম্মুমের একটি বিধান

যে ব্যক্তির উপর গোসল ফরজ তাকে নামাজের জন্য দুবার তায়াম্মুম করতে হবে। গোসলের পরিবর্তে একবার এবং ওযুর পরিবর্তে দ্বিতীয়বার ।

নামাজের জন্যে যে পোশাক অবশ্যকীয়

পুরুষের পোশাকঃ- লজ্জাস্থান আবৃত রাখা।
নারীর পোশাকঃ- হাত, (কব্জি থেকে আঙ্গুলের অগ্রভাগ)পায়ের পাতা ও মুখমণ্ডল ব্যতীত সমস্ত দেহ আবৃত রাখা ওয়াজিব।

নামাজীর পোশাকের শর্তাবলী

(১) পোশাক পবিত্র হতে হবে ।
(২) পোশাক বৈধ হতে হবে।
(৩) পুরুষ নামাজীর পোশাক স্বর্নের হলে চলবে না।
(৪) পুরুষ নামাজীর পোশাক রেশমের হলে চলবে না।
(৫) পোশাক মৃত বস্তুর অংশ হতে পারবে না।
(৬) পোশাক যদি চামড়ার হয় তবে শরীয়ত বিধিত পন্থায় জবাই করা পশুর চামড়া হতে হবে।
(৭) যে পশুর মাংস হারাম তার চামড়ায় নামাজ অবৈধ (যদিও শরীয়ত সম্মত পন্থায় জবাই হয়ে থাকে) নামাজরত অবস্থায় এই জাতীয় প্রানীর চামড়া,লোম বা কোন কিছুই সঙ্গে থাকা বৈধ নয়।

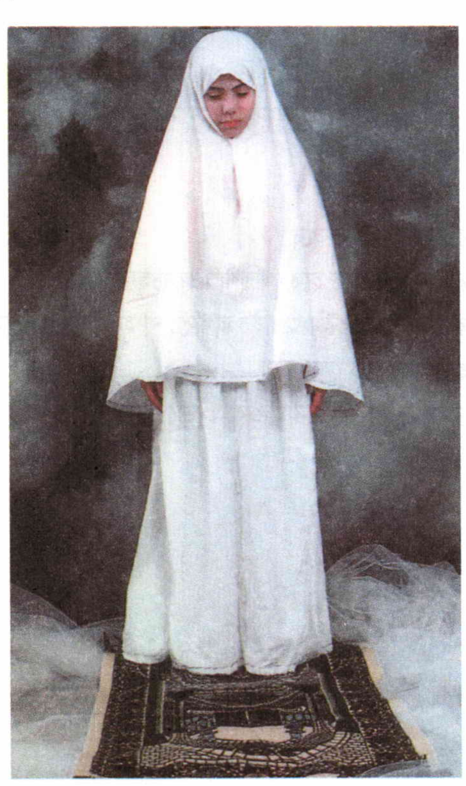
পোশাক সম্পর্কে কিছু বিষয়

(১) পুরুষের জন্যে মুস্তাহাব (পছন্দনীয়) হল, সে নামাজে শালীনতাপূর্ন পোশাকে দেহকে আবৃত রাখবে।

(২) নারীরা নামাজের সময় নামাহরামের অনুপস্থিতিতে হালকা পাতলা পোশাক ও তাদের অলংকার সাজসজ্জা প্রকাশ করতে পারবে।

(৩) জেনে রাখা উচিত যে নারীদের শরীয়ত সম্মত পর্দা ও নামাজের পোশাকের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। শরীয়ত সম্মত পর্দায় তাকে এমনকি পাদ্বয়ও আবৃত রাখতে হয় ,এবং হালকা পাতলা পোশাক ও সাজসজ্জা প্রকাশ অবৈধ।

(৪) পুরুষের জন্যে স্বর্ন ও খাঁটি রেশমের পোশাক নামাজে কিংবা অন্য সময়ের পরা হারাম।



যে সমস্ত অপবিত্রতার কারণে নামাজ বাতিল হয় না

(১) দেহে অথবা পোশাকে ক্ষতের রক্ত যা অনেক চেষ্টার পরও দুরীভূত হয় না।
(২) নাজাসাতুল আইন (যেমন-কুকুর,শুকর,কাফের অথবা মৃত ব্যক্তির রক্ত) ব্যতীত অন্য প্রানীর রক্ত বৃদ্ধাংগুলের এক টিপ (বা ৫০পয়সার সিকি যতটুকু স্থান দখল করে ততটুকু) পরিমান দেহে বা পোশাকে থাকলে অসুবিধা নেই।
(৩) অপবিত্র মোজা, টুপি, ফিতা বা এজাতীয় কিছু যা লজ্জাস্থান আবৃত করতে যথেষ্ট নয় নামাজকে নষ্ট করে না।

নামাজের স্থানের শর্তাবলী

(১) নামাজের স্থান বৈধ হতে হবে।
(২) নামাজের স্থান স্থির হতে হবে (গতিশীল হলেচলবে না)।
(৩) নামাজের স্থান যেন এরকম অপবিত্র অপবিত্র না হয়,যাতে অপবিত্রতা নামাজির দেহ্ বা পোশাকে লেগে যায়।
(৪) পুরুষ নামাজির স্থান নারী নামাজির অগ্রভাগে হতে হবে।

নামাজের সময় সূচী

(১) ফযরের নামাজের সময়ঃ- সুবহে সাদিকের শুরু থেকে সূর্য ওঠার পূর্ব পর্যন্ত।

(২) যোহরের নামাজের সময়ঃ- মধ্যাহ্ন্যে সূর্যহেলে পড়ার পর থেকে সূর্যাস্তের আগে আসরের নামাজ আদায় করার মত সময়ের পূর্ব পর্যন্ত।

(৩) আসরের নামাজের সময়ঃ- সূর্য হেলার পর যোহরের নামাজ আদায়ের পরর্বতী সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

(৪) মাগরিবের নামাজের সময়ঃ- শরীয়তগত সন্ধ্যার পর থেকে শরীয়তগত মধ্যরাতে ঈশার নামাজ পরার সময় টুকুর আগ পর্যন্ত।

(৫) ঈশার নামাজের সময় ঃ- শরীয়তগত সন্ধ্যার পর মাগরিবের নামাজ পড়ার সময়টুকু ব্যতীত শরীয়তগত মধ্যরাত পর্যন্ত।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً

নির্ধারিত সময়ে নামাজ কায়েম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। (সুরা নিসা-১০৩)

সময় সম্পর্কিত কিছু বিষয়

(১) জাওয়াল (দুপুর)ঃ- সূর্য আকাশের মধ্যভাগ পেরিয়ে পশ্চিম আকাশে হেলে পড়লেই জাওয়ালের সূচনা ঘটে। অবশ্য বিষয়টি আমরা একটি কাঠির ছায়ার মাধ্যমে বুঝতে পারি ছায়াটি যখন সম্পূর্ন সংকুচিত হয়ে পুণরায় বৃদ্ধি পাওয়া শুরু করে তখন থেকেই জাওয়াল বা দুপুরের শুরু।

(২) প্রাকৃতিক সন্ধ্যাঃ-পশ্চিম আকাশে সূর্যের গোলক অস্তমিত হলেই সন্ধ্যা হয়।

(৩) শরীয়তের পরিভাষায় সন্ধ্যা ঃ- পূর্বাকাশে প্রাকৃতিক সন্ধ্যার পর দৃশ্যমান লাল আভা অপসারিত হলে (সাধারনত প্রাকৃতিক সন্ধ্যার ১০ মিনিট পর) এ সন্ধ্যা শুরু হয়।

(৪) শরীয়তের দৃষ্টিতে মধ্যরাত্রি ঃ- প্রকৃত পক্ষে সূর্যাস্ত ও প্রত্যুষকালের (সুবহে সাদিক) মধ্যভাগই শরীয়তের দৃষ্টিতে মধ্যরাত্রি। অবশ্য বিভিন্ন মৌসুমে মধ্যরাত্রির পার্থক্য হয়।

أَحَبُّ الوَقْتِ اِلىٰ اللهِ عَزَّوَجَلَّ أَوَّلُهُ

পবিত্র হাদিসঃ-আল্লাহ্‌র নিকট (নামাজের) সর্বাধিক প্রিয় সময় হল (নামাজের সময়ের) প্রথম লগ্ন। (আল- ওয়াসাইলুশ্ শীয়া ১ম খণ্ড ২৬১পৃষ্ঠা)

কিবলা

প্রতিটি নামাজই কাবামুখী হয়ে পড়া ওয়াজিব। পবিত্র কাবা শরীফ বিভিন্ন দেশের পরিপেক্ষিতে বিভিন্ন দিকে হতে পারে। অর্থাৎ স্থান ভেদে কিবলা বিভিন্ন দিকে হয়ে থাকে।

আযান

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের শুরুতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুস্তাহাব (মুস্তাহাবে মুয়াক্কাদা) হল আযান । আযানের নিয়ম ঃ-

১মঃ- চারবার اَللّٰهُ أَكْبَرُ

২য়ঃ-দুইবার أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰه إِلَّا اللّٰهُ

৩য়ঃ- দুইবার أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّٰهِ

দুইবার أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ اللّٰهِ

৪র্থঃ- দুইবার حَيَّ عَلَىَ الصَّلَاةِ

৫মঃ- দুইবার حَيَّ عَلَىَ الْفَلَاحِ

৬ষ্ঠঃ- দুইবার حَيَّ عَلَىٰ خَيْرِ الْعَمَلِ

৭মঃ- দুইবার اَللّٰهُ أَكْبَرُ

৮মঃ-দুইবর لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

ইকামাত

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মুস্তাহাব হল ইকামাত।

১মঃ দুইবার - اللهُ أَكْبَرُ

২য়ঃ- দুইবার أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

৩য়ঃ - দুইবার أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ

দুইবার أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ اللهِ

৪র্থঃ-দুইবার حَيَّ عَلَىَ الصَّلَاةِ

৫মঃ-দুইবার حَيَّ عَلَىَ الْفَلَاحِ

৬ষ্ঠঃ-দুইবার حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ

৭মঃ- দুইবাার قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

৮মঃ দুইবার اَللهُ أَكْبَرُ

৯মঃ- এক বার لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

নিয়াত

মনে মনে নিয়াত করতে হবে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে নামাজ পড়ছি' কুরবাতান ইলাল্লাহ্ '।

তাকবিরাতুল ইহ্‌রাম

নিয়াত করার পর শান্ত ও স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবর 'বলা ওয়াজিব।

কেরায়াত

(১) প্রতিটি নামাজের ১ম ও ২য় রাকআতে সুরা হামদের সাথে অন্য একটি সুরা পাঠ করা ওয়াজিব এবং ৩য়ও ৪র্থ রাকআতে ইচ্ছানুজায়ী সুরা হামদ অথবা তাসবিহাত পাঠ করা যায় ।

(২) সঠিক আরবী কেরাআত ও উচ্চারন শেখা ওয়াজিব।

(৩) যোহর ও আসরের নামাজ আস্তে আস্তে এবং মাগরীব ,ঈশা,ও ফজরের নামাজ জোরে পড়া পুরুষের জন্য ওয়াজিব আর মহিলারা ইচ্ছে করলে জোরে পড়ার স্থানে আস্তে পড়তে পারেন ।

(৪) আস্তে পড়ার স্থানে জোরে বা এর বিপরীত পড়া(পুরুষের জন্যে) বৈধ নয়। তবে ভুল বশত হলে অসুবিধা নেই ।

(৫) কেউ যদি নামাজের ৩য় ও ৪র্থ রাকআতে তাসবিহাত বা এর বদলে সুরা হামদ পড়ে তবে আস্তে পড়া হল ওয়াজিব। এমনকি সতর্কতামুলক নামাজের ক্ষেত্রেও।

(৬) যে সকল নামাজ আস্তে পড়তে হয় তার প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআতে বিসমিল্লাহ --জোরে পড়া মুস্তাহাব ।

(৭) সুরা আল ফিল ও কুরাইশ একটি সুরা বলে গণ্য হবো । অনুরুপ আদ-দোহা ও আলাম নাশরাহ্কেও একটি একটি সুরা বলে গন্য করা হয় ।

রুকু

(১) নামাজের প্রতিটি রাকআতে একবার রুকু করা ওয়াজিব।
(২) রুকুতে দুটি হাত হাটু পর্যন্ত পৌছানো ওয়াজিব ।
(৩) রুকুতে 'সুবহানা রব্বিয়াল আজিম ওয়া বিহামদিহ 'অথবা তিনবার 'সুবহানাল্লাহ' বলা ওয়াজিব।
(৪) সিজদায় যাওয়ার পূর্বে রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো ওয়াজিব। দাঁড়ানো অবস্থায় অবশ্যই দেহ স্থির থাকতে হবে।
(৫) রুকুতে জিকির পাঠ করার সময় শান্ত ও স্থির থাকা ওয়াজিব।

বি:দ্র; - রুকুতে স্থিরাবস্থায় জিকির পড়া ওয়াজিব । তবে রুকুর জিকির থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর পর 'সামি আল্লাহুলিমান হামিদা, বলা মুস্তাহাব।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে মু'মিনগন ! তোমরা রুকু কর,সিজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর, যাতে সফলকাম হতে পার। (সুরা হাজ্জ-৭৭)

সিজদা

(১) প্রতিটি নামাজের প্রতি রাকআতে দুই বার সিজদা করা ওয়াজিব।

(২) সিজদা অবস্থায় সাতটি অঙ্গ (সিজদার স্থান) কপাল, দুহাতের তালু ,দুই হাঁটু, ও দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল মাটিতে লাগানো ওয়াজিব।

(৩) প্রতিটি সিজদাতে জিকির ওয়াজিব যেমন-বলা যেতে পারে 'সুবহানা রব্বিয়াল আলা ওয়া বিহামদিহি' অথবা তিনবার 'সুবহানাল্লাহ'।

(৪)পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল ও কপালের স্থান প্রায় একই সমতলে থাকা ওয়াজিব। তবে একটি অপরটি হতে চার আঙ্গুলের কম পরিমান উঁচু হলে অসুবিধা নেই।

(৫) সিজদাবস্থায় স্থির ও শান্তভাব রক্ষা করা ওয়াজিব।

(৬) দুই সিজদার মধ্যবর্তী সময়ে শান্ত ও স্থির ভাবে পরিপূর্ণ বসা ওয়াজিব।

বিঃ দ্রঃ - প্রতিটি সিজদা থেকে মাথা উঠানোর পর 'আল্লাহু আকবর 'বলা মুস্তাহাব।

جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً

আল্লাহ্‌র রাসুল (সঃ) বলেনঃ- (মহান প্রভু) আমাদের জন্য ভূপৃষ্ঠকে পবিত্র ও সিজদার স্থানে পরিণত করে দিয়েছেন। (আল ওয়াসাইল ২য় খণ্ড ৯৬৯পৃঃ)

সিজদার স্থানের শর্তাবলী

সিজদার স্থান (সিজদাগাহ্) মাটি, পাথর ,বালু অথবা ভূপৃষ্ঠ থেকে উৎপাদিত বস্তু যেমন- গাছ-পালা,বৃক্ষের অংশ হওয়া ওয়াজিব। তবে এই সমস্ত বস্তু মানুষের খাদ্য ও পরিধানের ক্ষেত্রে ব্যবহার যোগ্য হলে চলবে না।

(২) সিজদার স্থান পবিত্র হওয়া ওয়াজিব।

(৩) সিজদার স্থান স্থির হওয়া ওয়াজিব।

কুনুত

দ্বিতীয় রাকআতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুস্তাহাব হল কুনুত। কুনুত হল এমন এক দোয়া যার মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যান নিহীত রয়েছে।

رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

হে আমাদের প্রতিপালক ! সরল পথ প্রর্দশনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র করে দিওনা এবং তোমার নিকট হতে আমাদেরকে করুনা দান কর ,নিশ্চয় তুমি পরমদাতা। (সুরা আলে ইমরান-৭)

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে পৃথিবীতে ও আখেরাতে কল্যাণ দান কর। এবং আমাদেরকে আগুন (শাস্তি) হতে রক্ষা কর।(সুরা বাকারা-২০১

তাশাহুদ

(১) প্রতিটি নামাজের দ্বিতীয় রাকআতে অথবা শেষের রাকআতে সিজদাদ্বয়ের পর তাশাহুদ পড়া ওয়াজিব।
আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়াদাহু লা শারিকালাহ্ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলহু। আল্লা হুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলে মুহাম্মাদ।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন প্রভু ও উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ(সঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসুল। হে আল্লাহ্ ,তুমি হযরত মুহাম্মাদ(সাঃ) এবং তাঁর বংশধরগণের প্রতি শান্তি বর্ষণকর।

তাসবিহাতে আরবায়া

নামাজের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে রুকুর পূর্বে সুরা হামদ না পড়লে তার পরির্বতে তাসবিহাতে আরবায়া তিনবার পড়া ওয়াজিব। নিম্নে তাসবিহাতে আরবায়া উদৃত হল।

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

সুবহানাল্লাহ্ ওয়াল হামদুল্লিাহ্ ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়া আল্লাহ্ আকবর। (সুমহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি যিনি একমাত্র উপাস্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ)

সালাম

নামাজের শেষ রাকআতে তাশাহুদের পর সালাম পড়া ওয়াজিব।
সালাম পড়ার নিয়মঃ-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى
عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

১মঃ- আস্‌সালামু আলাইকা আয়উহান নাবি ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু,
২য়ঃ- আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদুল্লাহিস সলেহীন,
৩য়ঃ- আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু
(হে নবী (সাঃ) আপনার উপর আল্লাহ্‌র শান্তি,অনুগ্রহ ও প্রাচুর্য্য বষিত হোক।
আমাদের উপর ও আল্লাহ্‌র পরিশুদ্ধ ব্যক্তিদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।
আপনাদের উপর আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হোক)

আল-মাওয়ালাত

মাওয়ালাত হচ্ছে নামাজের বিভিন্ন কাজের মাঝে বিরতি না দেয়া অর্থাৎ ধারাবাহিকতা অনুসারে আঞ্জাম দেয়া যাতে নামাজের বিভিন্ন অংশের মাঝে সময়ের ব্যবধান সৃষ্টি না হয়।

তারতিব

তারতিব হল পর্যায়ক্রম যোহর,আসর, মাগরিব ,ও ঈশার নামাজ যেমনি ক্রমনুসারে পড়া উচিত তেমনি নামাজের বিভিন্ন কর্মের (অঙ্গের) ক্রমিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। নিম্নে নামাজের ক্রমগুলো ক্রমপর্যায়ে উল্লেখ করা হল ।

দৈনিক ফরয নামাজ সমুহ

(১) দুই রাকআত ফযরের নামাজ।

(২) চার রাকআত যোহরের নামাজ।

(৩) চার রাকআত আসরের নামাজ।

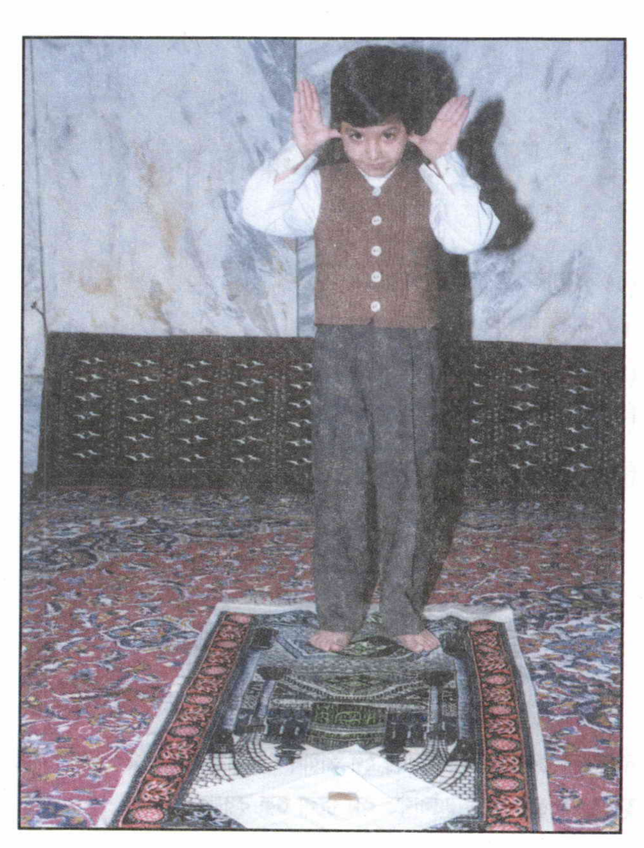
(৪) তিন রাকআত মাগরিবের নামাজ।

(৫) চার রাকআত ঈশার নামাজ।

নামাজ পড়ার নিয়ম

নামাজের গুরুত্বপূর্ণ মুস্তাহাবদ্বয় হল আযান ও ইকামাত (যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে)পড়ার পর নিম্ন লিখিত কর্ম গুলো শুরু করতে হবে।

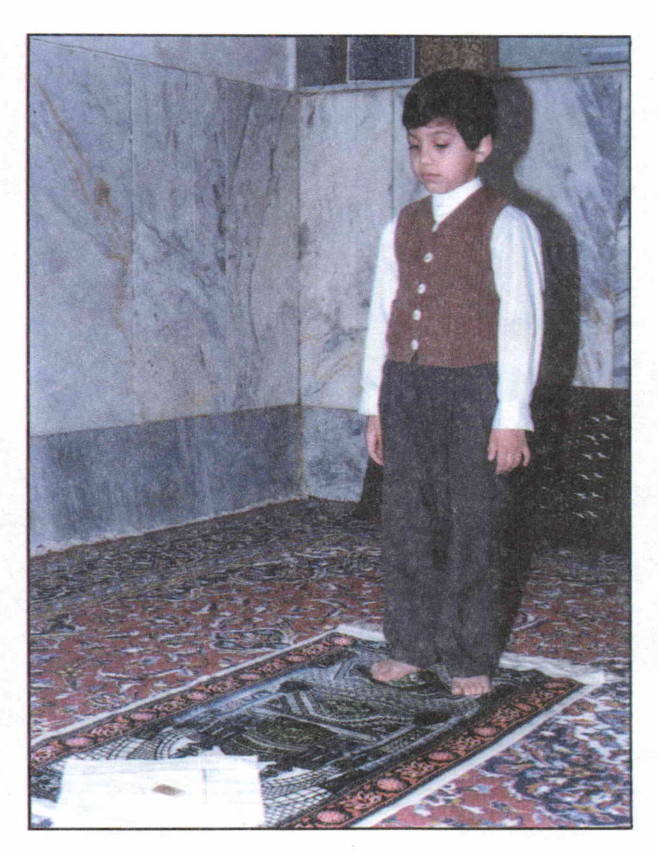
১মঃ-নিয়াত: দাঁড়িয়ে মনে মনে নিয়াত করে বলতে হবে (যোহর, আসর, মাগরিব,ঈশা বা ফযরের) ওয়াজিব নামাজ পড়ছি 'কুরবাতান ইলাল্লাহ্'' ।



একনম্বর চিত্র

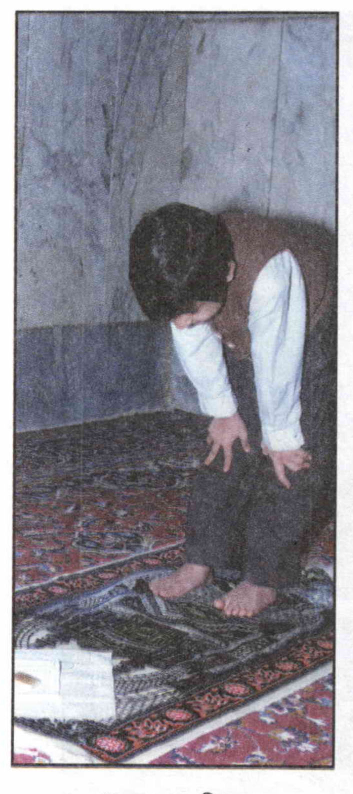
اَللّٰهُ أَكْبَرُ

২য়ঃ-তাকবিরাতুল ইহরাম- তাকবিরাতুল ইহরাম হল,নিয়াতের পর পরই দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবর বলা। আল্লাহু আকবর বলার সময় দুহাত কানের লতি পর্যন্ত উঁচু করা মুস্তাহাব। এক নম্বর চিত্রে যেভাবে দেখা যাচ্ছে।



দুইনম্বর চিত্র

৩য়ঃ- অতপর সুরা হামদ ও অন্য একটি সুরা ক্রমানুসারে দাঁড়ানো অবস্থায় পড়তে হবে। যেভাবে দুই নম্বর চিত্রে দেখা যাচ্ছে।





তিননম্বর চিত্র

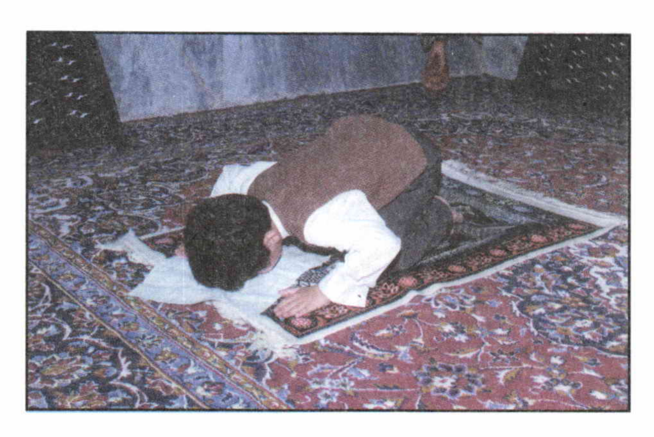


চারনম্বর চিত্র

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

৪র্থঃ-কেরাআত শেষে রুকুতেযেয়েবলতে হবে,'সুবহানার রাব্বিয়াল আজিম ওয়া বিহামদিহি' -অতি পবিত্র ও মহান প্রতিপালকের প্রশংসা করছি- (যেভাবে তিন নম্বর চিত্রে দেখা যাচ্ছে) অতপর রুকু থেকে মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় ক্ষনিক স্থির থেকে সিজদায় যাওয়ার পূর্বে বলতে হবে- 'সামি আল্লাহুলিমান হামিদা'। (যেভাবে চার নম্বর চিত্রে দেখা যাচ্ছে)





পাঁচনম্বর চিত্র　　　　　　　　ছয়নম্বর চিত্র

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ وَبِحَمْدِهِ

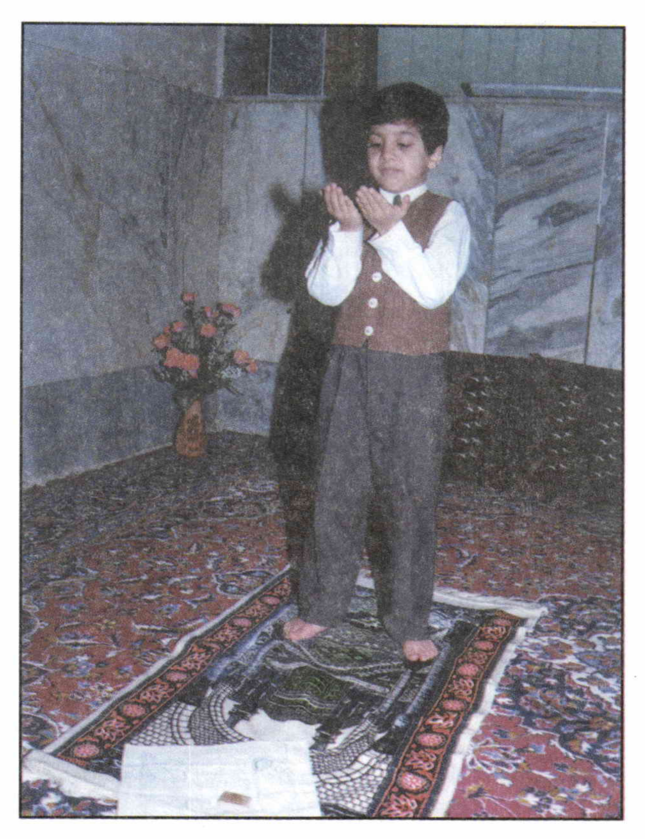
৫মঃ- রুকু ও কিয়াম সেরে সিজদায় যেয়ে ৭টি অঙ্গ মাটিতে লাগাতে হবে। (যেভাবে পাঁচ নম্বর চিত্রে দেখা যাচ্ছে)। এবং ঐ অবস্থাতেই বলতে হবে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা ওয়া বিহামদিহি''। তারপর মাথা তুলে ক্ষনিক বসে 'আল্লাহু আকবর' বলতে হবে। (যেভাবে ছয় নম্বর চিত্রে দেখা যাচ্ছে)





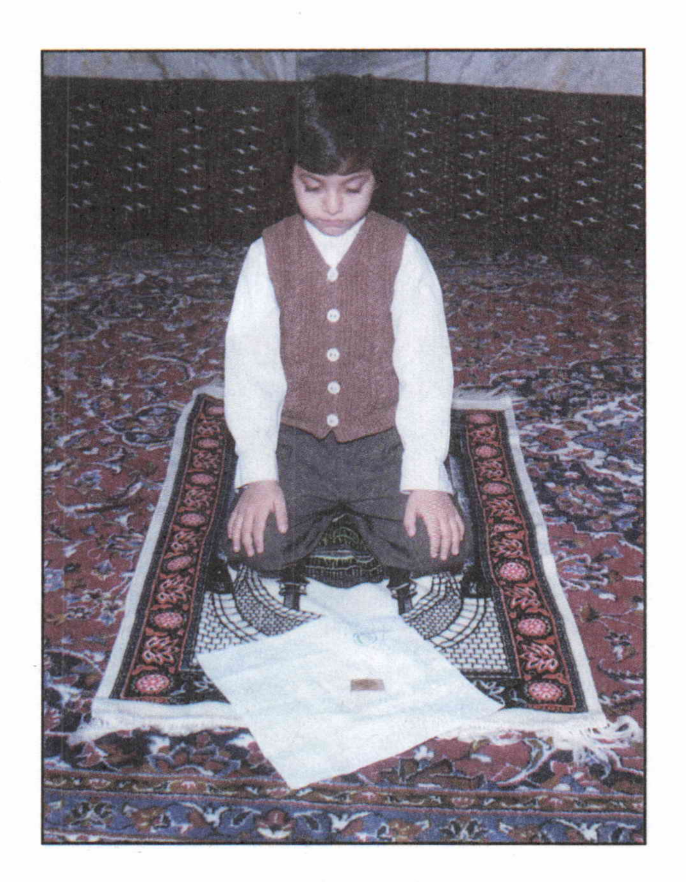
সাত ও আটনম্বর চিত্র

৬ষ্ঠঃ-পুণরায় একই ভাবে সিজদা করে প্রথম বারের মত উঠে বসতে হবে।
(যেভাবে সাত ও আট নম্বর চিত্রে দেখা যাচ্ছে)



নয় নম্বর চিত্র

৭মঃ-এবার প্রথম রাকআতের দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হামদ ও সুরা পড়ে দোয়া কুনুত পড়তে হবে।(যেভাবে নয় নম্বর চিত্রে দেখা যাচ্ছে)



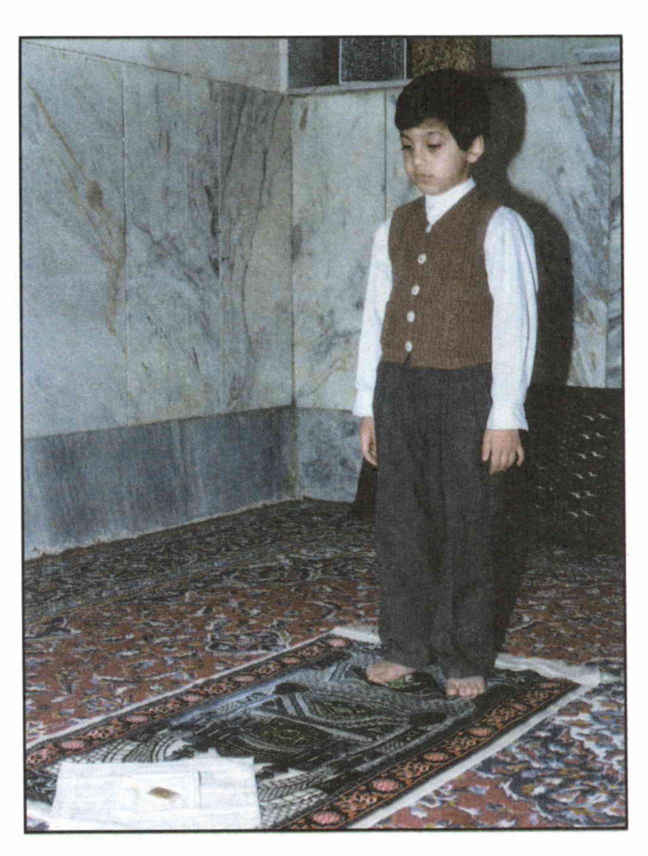
দশনম্বর চিত্র

৮মঃ- কুনুতের পর প্রথম রাকআতের মতই রুকু ও দুবার সিজদা করে বসতে হবে। অতপর এভাবে তাশাহুদ পড়তে হবে।

اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ

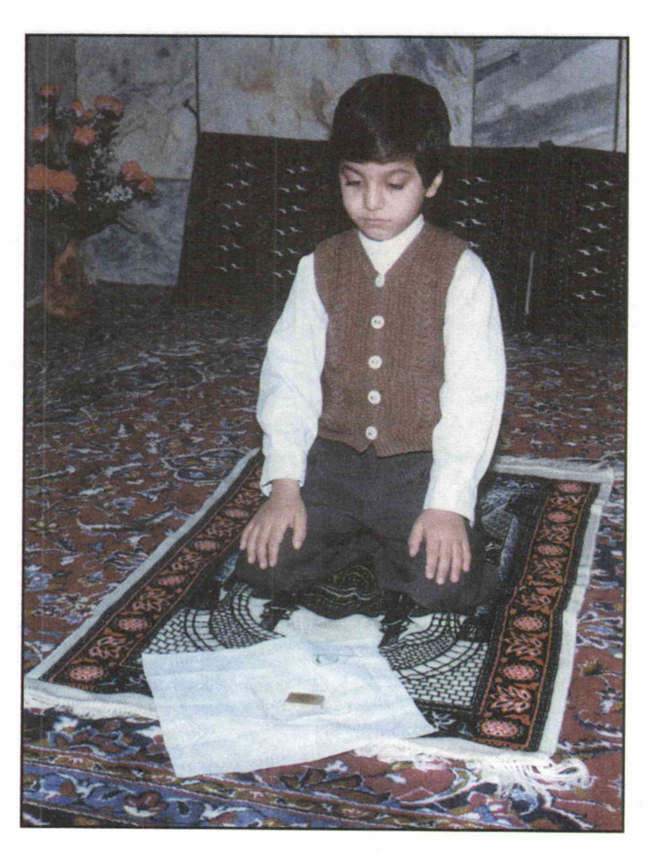
وَرَسُولُهُ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়াদাহু লা শারিকালাহ্ ওয়া আশহাদুআন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু আল্লা হুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলে মুহাম্মাদ ।(যেভাবে দশ নম্বর চিত্রে দেখা যাচ্ছে)



এগারনম্বর চিত্র

৯মঃ-তাশাহুদ পড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তিনবার বলতে হবে--'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইলল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবর'। (যেভাবে এগার নম্বর চিত্রে দেখা যাচ্ছে)



বারনম্বর চিত্র

১০মঃ- তাসবিহাত আরবায়া পড়ে প্রথম রাকআতের মতই রুকু ও সিজদা করতে হবে। সিজদা সেরে তৃতীয় রাকআতের মতই চতুর্থ রাকআত পড়ে দুই সিজদা করে তাশাহুদের জন্যে বসতে হবে। তাশাহুদের পর সালাম পড়তে হবে।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلىٰ

عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

আস্সালামু আলাইকা আয়উহান নাবি ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস্সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদুল্লাহিস সলেহীন,আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। (যেভাবে বার নম্বর চিত্রে দেখা যাচ্ছে)

নামাজের অবশ্যকীয় অঙ্গ সমূহ

(১) **আল-ওয়াজিবুর রুকনীঃ-** এটা এমন ধরনের ওয়াজিব যা ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশত কমবেশী হলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।

(২) **আল- ওয়াজিবু গাইরুর রুকনীঃ-**এটা এমন ধরনের ওয়াজিব যা কেবল ইচ্ছাকৃত ভাবে কমবেশী করলেই নামাজ বাতিল হবে । (তবে ভুল বশত করলে বাতিল হবে না)

ওয়াজিব রুকন্ সমূহ

(১) নিয়াত।

(২) তাকবিরাতুল ইহ্‌রাম ।

(৩) কেরআতের সময় ও রুকুতে নিচু হওয়ার পর (কিয়াম)সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

(৪) রুকু।

(৫) সিজদাদ্বয় একত্রে।

অন্যান্য ওয়াজিব সমূহ (রুকন্ ব্যতীত)

(১) প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআতে হামদ ও সুরা পড়া।

(২) তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে এবং রুকু ও সিজদার জন্য নির্ধরারিত জিকর্ করা।

(৩) একক সিজদা।

(৪) তাশাহুদ।

(৫) সালাম।

(৬) স্থির ও শান্তভাব রক্ষা করা ।

(৭) ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ।

(৮) নামাজের কাজগুলো বিরামহীন ভাবে পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা।

নামাজ বাতিল হওয়ার কারণ সমূহ

(১) যে সমস্ত কারনে ওযু নষ্ট হয়।
(২) যে সমস্ত কারণে গোসল ওয়াজিব হয়।
(৩) ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত খাওয়া বা পান করা।
(৪) ইচ্ছাকৃত ভাবে উচ্চঃস্বরে হাসা।
(৫) ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত নামাজের মাঝে বাইরের কোন কাজ করা।
(৬) ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কেবলা থেকে অনেকখানি মুখ ঘুরানো।
(৭) নামাজবস্থায় ইচ্ছাকৃত কথা বলা।
(৮) হাতবাঁধা অর্থাৎ এক হাত অন্য হাতের উপর রাখা(ইচ্ছাকৃত)।
(৯) পার্থিব কারণে কাঁন্না-কাটি করা।
(১০) নামাজের মাঝে নামাজের কোন একটি শর্ত নষ্ট হওয়া।
(১১) চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজের প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআতে অথবা ফজর, মাগরিব ও কস্‌র নামাজের রাকআতের সংখ্যায় সন্দেহ করা।
(১২) নামাজের রাকআতের গণনায় এমন সন্দেহ পোষন করা যাঁর কোন শরীয়তগত সমাধান নেই।
(১৩) নামাজের যে কোন একটি রুক্‌ন ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কমবেশী করা।
(১৪) ইচ্ছাকৃত নামাজের যেকোন (রুকন্‌ ব্যতীত) ওয়াজিব কাজ কমবেশী করা।

নামাজাবস্থায় বিভিন্ন সন্দেহ ও তার সমাধান

(১) দুটি সিজদার পর যদি কেউ সন্দেহ করে যে দুই রাকআত নামাজ পড়ল না তিন রাকআত?

সমাধান-সে তিন রাকআত হিসাবে নামাজ শেষ করবে। নামাজ শেষে এক রাকআত সতর্কতামুলক নামাজ দাঁড়ায়ে অথবা দুই রাকআত বসে পড়বে।

(২) দুটি সিজদার পর যদি কেউ সন্দেহ করে যে, দুই রাকআত নামাজ পড়ল না তিন রাকআত?

সমাধান-সে চার রাকআত হিসাবে নামাজ শেষ করবে। অতপর বসে দুই রাকআত সতর্কতামুলক নামাজ পড়বে।

(৩) দুটি সিজদার পর যদি কেউ সন্দেহ করে যে,দুই বা তিন রাকআত নামাজ পড়ল না চার রাকআত ?

সমাধান- সে চার রাকআত হিসাবে নামাজ শেষ করে দু' রাকআত দাঁড়িয়ে ও দু'রাকআত বসে সতর্কতামুলক নামাজ পড়বে।

(৪) যদি নামাজের মধ্যে কেউ সন্দেহ করে যে, তিন রাকআত পড়ল না চার রাকআত?

সমাধান-সে চার রাকআত হিসাবে নামাজ শেষ করবে। অতপর এক রাকআত দাঁড়িয়ে অথবা বসে দুই রাকআত সতর্কতা মুলক নামাজ পড়বে।

(৫) যদি কেউ নামাজে বসাবস্থায় সন্দেহ করে যে, চার রাকআত পড়ল কি পাঁচ রাকআত?

সমাধান-সে চার রাকআত হিসাবে নামাজ শেষ করে ভুলের জন্যে দুটো সিজদা করবে।

(৬) কেউ যদি নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় সন্দেহ করে যে,চার রাকআত পড়ল না পাঁচ রাকআত?
সমাধান-সে তক্ষনি বসে তাশাহুদ ও সালাম পড়ে নামাজ শেষ করবে। অতপর দাঁড়িয়ে এক রাকআত অথবা বসে দুই রাকআত সতর্কতামূলক নামাজ পড়বে।
(৭) যদি কেউ দাঁড়ানো অবস্থায় সন্দেহ করে যে,তিন রাকআত পড়ল না পাঁচ রাকআত?
সমাধান-সে ঐ দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সরাসরি বসে তাশাহুদ ও সালাম পড়ে নামাজ শেষ করবে। অতপর সে দাঁড়িয়ে দুই রাকআত সতর্কতামুলক নাসাজ পড়বে।
(৮) যদি কেউ নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় সন্দেহ করে যে,তিন,চার,না পাঁচ রাকআত পড়ল?
সমাধান-সে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সরাসরি বসে তাশাহুদ ও সালাম পড়ে নামাজ শেষ করবে। অতপর দুই রাকাত দাঁড়িয়ে ও দুই রাকআত বসে সতর্কতামুলক নামাজ পড়বে।
(৯) যদি কেউ নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় সন্দেহ করে যে, পাঁচ রাকআত পড়ল না ছয় রাকআত ?
সমাধান- সে ঐ দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সরাসরি বসে নামাজ শেষ করে দু'টি ভুলের সিজদা আদায় করবে।

যে সমস্ত সন্দেহ নামাজকে বাতিল করে

(১) চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজের রাকআত গণনায় কেউ যদি দুবার সিজদা করার পূর্বে দ্বিতীয় রাকআতে সন্দেহ করে যে, প্রথম , দ্বিতীয় না তৃতীয় রাকআত পড়ছে ।

(২) কেউ যদি সন্দেহ করে যে , সে দ্বিতীয় রাকআত পড়ছে না পাঁচ রাকআত বা এর অধিক।

(৩) কেউ যদি সন্দেহ করে যে, তিন রাকআত পড়ছে না ছয় রাকআত বা এর অধিক।

(৪) কেউ যদি সন্দেহ করে যে,চার রাকআত পড়ছে না ছয় রাকআত বা এর অধিক পড়ছে।

যে সমস্ত সন্দেহ সমূহ উপেক্ষা করতে হয়

(১) যদি কেউ সন্দেহ করে যে,নামাজের কোন একটি ওয়াজিব কাজ আঞ্জাম দিয়েছে কি না? (সে যদি ঐ ওয়াজিব কাজের স্থান ছেড়ে অন্য ওয়াজিব কাজে প্রবেশ করে থাকে)

(২) সালাম পড়ার পর যদি কেউ সন্দেহ করে।

(৩) নামাজের সময় শেষ হওয়ার পর যদি কেউ সন্দেহ করে।

(৪) অত্যধিক সন্দেহ পোষনকারীর সন্দেহ।

(৫) ইমাম যদি নামাজের রাকআত গণনায় সন্দেহ করে আর মামুম (নামাজীরা)যদি সন্দেহ না করে তবে ইমামকে তার সন্দেহ উপেক্ষা করতে হবে।

(৬) মুস্তাহাব নামাজের সন্দেহ।

সতর্কতামূলক নামাজ

(১) সতর্কতামূলক নামাজ একটি ওয়াজিব নামাজ।
(২) নামাজের পরপরই পড়া ওয়াজিব।
(৩) নামাজের সমস্ত শর্তাবলী এখানেও রক্ষা করা ওয়াজিব।
(৪) সতর্কতামুলক নামাজে অবশ্যই নিয়াত,তাকবিরাতুল ইহ্‌রাম, হামদ (অন্য সুরা ব্যতীত)ও বিসমিল্লাহ্ (আস্তে)পড়তে হবে। এই নামাজ এক রাকআত হোক বা দুই রাকআত অবশ্যই প্রতি রাকআতে একবার রুকু, দুবার সিজদা,তাশাহুদ,ও সালাম পড়তে হবে।

ভুলের কারণে যে সিজদা

(১) নামাজাবস্থায় ভুলবশত কথা বল্লে সাহু সিজদা ওয়াজিব।
(২) যদি কেউ একটি সিজদা ভুলে নামাজের অন্য কাজে প্রবেশ করে , তাহলে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব।
(৩) যদি কেউ তাশাহুদ ভুলে নামাজের অন্য কাজের মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব।
(৪) যদি কেউ অন্য স্থানে সালাম পড়ে তাহলে তার উপর ভুলের (সাহু) সিজদা ওয়াজিব।
(৫) যদি কেউ নামাজে সন্দেহ করে যে,চার রাকআত পড়ল না পাঁচ রাকআত তাহলে তার উপর সিজদা (সাহু) ওয়াজিব।
(৬) নামাজের পরপরই সিজদা সাহু পড়া ওয়াজিব।
(৭) সিজদা সাহু আদায়ের জন্যে নিয়াত করা ওয়াজিব।
(৮) সিজদা সাহুর জন্যে তাকবিরাতুল ইহ্‌রাম ওয়াজিব নয়।
(৯) সিজদা সাহুতে রুকু নেই।

সাহু (ভুলের) সিজদা সর্ম্পকিত কিছু বিষয়

(১) সিজদা সাহু দুটি বসাবস্থায় আদায় করতে হবে ।

(২) সিজদা সাহুতে এই দোয়াটি পড়া ওয়াজিব-বিসমিল্লাহি ওয়া বিল্লাহি আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলে মুহাম্মাদ।

(৩) সিজদা সাহু শেষে তাশাহুদ ও সালাম বলাওয়াজিব।

সুরা হামদ্

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

(১) সমস্ত প্রশংসা একমাত্র জগতসমুহের প্রতিপালকের (২) যিনি দয়াময় ,পরম দয়ালু (৩) প্রতিদান দিবাসের মালিক (৪) আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমার কাছেই সাহার্য প্রার্থনা করি (৫) আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত কর (৬) তাদের পথে যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ (৭) তাদের পথে নয় যারা ক্রোধে-নিপাতিত ও পথভ্রষ্ট।

সুরা এখ্লাস

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ * اَللّٰهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ *

(হে রাসুল সাঃ) তুমি বলে দাও আল্লাহ্ এক। আল্লাহ্ সকল প্রকার অভাব থেকে মুক্ত। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনি নিজেও জন্ম গ্রহণ করেননি। এবং তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই।

প্রকাশকের কথা

নামাজ মুমিনদের জন্যে মি'রাজ স্বরূপ। দৈনন্দিন জীবনে সার্বিক ভাবে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে চলার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে নামাযের এই মৌলিক প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। তবে বাংলা ভাষা ভাষি ভাই-বোনদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলা ভাষাতে যতটুকু সম্ভব সঠিক উচ্চারন করা যায় আমরা এবইয়ে তা করেছি। কিন্তু তারপরও স্বীকার করতেই হয় সম্পূর্ননিভূল উচ্চারনের জন্য আরবী ভাষা শিক্ষা অপরিহার্য। বইটি প্রকশ করতে যে সমস্ত ভাইয়েরা পরিশ্রম করেছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ্ আমাদের এপ্রচেষ্টাকে কবুল করুন।